পরিচ্ছেদ- ১

মক্কা শরীফের ফতোয়া ঃ

মক্কা শরীফের মুফতীগণের কাছে মিলাদ কিয়াম সম্পর্কে ফতুয়া চাওয়া হয়েছিল-

প্রশ্ন ঃ আল্লাহু তায়ালার করুনা ও রহমত আপনাদের উপর বর্ষিত হউক। হযরত নবীয়ে পাক ছাহেবে লাওলাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লামের জন্ম বিবরণ বর্ণনা করার কালে দন্ডায়মান হওয়া, দিন ও তারিখ নিদৃষ্ট করে উহার আয়োজনও অনুষ্ঠান করা, মাহফিলের স্থান সুসজ্জিত করা, সুঘ্রানাদি ব্যবহার করা, পবিত্র কোরআনের সুরা কিরাত পাঠ করা, মুসলমানদিগের পানাহারের ব্যবস্থা করা- ইত্যাদি সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি? উহা কি জায়েয- না নাজায়েয? আর যারা এসব কাজ করে, তারা কোনরূপ ছাওয়াবের অধিকারী হবে কি-না? এ সম্পর্কে সঠিক ও সুষ্ঠু ফতুয়া দানে বাধিত করবেন। আল্লাহ্ আপনাদেরকে দোজাহানের কল্যাণ নছীব করুন।

উত্তর ঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ রাববুল আলামীনের জন্য- যিনি সত্য ও সরল পথ প্রদর্শক। হে আমার প্রতি পালক! আমার জ্ঞানকে প্রসারিত করে দিন এবং প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়ার জন্য সঠিক পথ দেখিয়ে দিন।

অতঃপর জেনে রাখুন- প্রশ্নে উল্লেখিত রীতিনীতিতে মিলাদের মাহ্ফিল অনুষ্ঠান করা নিঃসন্দেহে একটি উত্তম ও অতিশয় নেকের কাজ। প্রাচীন কালের ওলামায়ে কেরাম নির্দ্ধিধায় ইহাকে উত্তম কাজ বলে মত প্রকাশ করেছেন ও ইহা গ্রহণ করেছেন। যেমন- আল্লামা নবভী (রাহঃ) এর ওস্তাদ শাইখ আবু শামা (রাহঃ) তদরচিত কিতাব "আল্ বাওয়ায়েস আলা ইনকারিল বিদয়ি ওয়াল হাওয়াদিস" এবং ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী (রাহঃ) আলফতহুল মুবীন নামক কিতাবে এ

www.sunnibarta.com

সম্পর্কে এরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে, "মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের পবিত্র জন্ম তারিখে যে সব শুভ কাজ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে- যেমন, দান খয়রাত, সাজ সজ্জা ও বৈধ আমোদ প্রমোদ- ইত্যাদি- একাজগুলোর মাধ্যমে অংশ গ্রহনকারীদের অন্তরে হুজুর আলাইহিস সালামের অকৃত্রিম ভালবাসা, আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ও পরিপূর্ণ সম্মান- এর বহিঃ প্রকাশ ঘটে। যে রাসুল সারা জগতের জন্য মুর্তমান রহমত- আল্লাহ তায়ালা অসীম অনুগ্রহ বশতঃ তাঁর সেই শ্রেষ্ঠ রাসুলকে আমাদের জন্য প্রেরণ করেছেন। তাঁর পবিত্র জন্ম উৎসব পালন করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালার এই অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করা হয়। এ পবিত্র জন্ম্যোৎসব এবং উহা উদযাপনের বৎসরটি শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক। আর এই উৎসব উদযাপনকারীদের মনোবাসনা পূরনের দ্রুত শুভ সংবাদ বাহক"। সুপ্রসিদ্ধ মুজতাহিদ আল্লামা জাফর বরজিন্জী (রাহঃ) স্বীয় গ্রন্থ ইকদুল জাওহারে উল্লেখ করেছেন যে, "কোন কোন মুহাদ্দিস, বিজ্ঞ আলেম ও ইমাম, হুজুর পুরনুর শাফীয়ে ইয়াওমুন নুশুর আলাইহিস সালাম- এর জন্ম ঘটনা বর্ননা কালে হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক (দঃ) এর সম্মানার্থে উপস্থিত মুসলিম জনগণের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে উত্তম এবং পছন্দনীয় কাজ বলে বিবেচনা করেছেন। সুতরাং সেই লোকগণই সৌভাগ্যবান- যাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মহানবী রহমাতুল্লিল আলামীন- এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা"। আর যারা এ পবিত্র ও পূণ্যময় কাজটির প্রতি কুমত পোষনকারী ও ইহা অস্বীকারকারী- তারা নিঃসন্দেহে একটি অবৈধ বিদয়াতের ধারক! কেননা, তারা আল্লাহু তায়ালা ও মোমীন মুসলমানদের পছন্দনীয় একটি উত্তম কাজকে অপছন্দ করছে। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে্ রয়েছে যে, "মুসলমানগণ যে কাজকে উত্তম ও পছন্দনীয় বলে বিবেচনা করেন, তা আল্লাহ্ তায়ালার নিকটও তা উত্তম ও পছন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়" (মিশকাত)।

www.sunnibarta.com

উল্লেখিত হাদীস শরীফে মুসলমান বলতে সে সব লোককে বুঝানো হয়েছে- যারা নিজেদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পুর্ণাঙ্গ করে তুলেছেন- যেমন- পরহেজগার আলেমগণ। আরব, মিশর, সিরিয়া, রুম, এবং ইসপাহানের ওলামায়ে কেরাম প্রত্যেকেই প্রথম হতে আজ পর্যন্ত মাহফিলে মিলাদ কিয়ামকে উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন। অতএব, মাহফিলে মিলাদের বৈধতা ও উৎকৃষ্টতার উপর ইজমায়ে উম্মত (সর্ব সম্মত রায়) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলাবাহুল্য- যে কাজের বৈধতা ও উৎকৃষ্টতার উপর একবার ইজমায়ে উম্মত হয়ে যায়- নিঃসন্দেহে তা সত্য ও সঠিক। উহাতে নাহক ও পথ ভ্রষ্টতার কিছু নেই।

হাবীবে খোদা ইমামুল হুদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "আমার উম্মতগণ কোন অবৈধ ও অপছন্দনীয় কাজের উপর সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। সেই হেতু শরীয়তের বিচারকের উপর অবশ্যই কর্তব্য যে, যে ব্যক্তি ইজমার খেলাফ করে মাহ্ফিলে মিলাদ ও উহার উত্তম রীতিনীতিগুলোকে এন্কার ও অস্বীকার করবে- তাকে শাস্তিদেয়ার উদ্যোগ নিবে।

মক্কা শরীফের যেসব মুফতীগণ উপরোক্ত ফতুয়ায় দস্তখত করেছেন- তাঁদের নাম ঃ

(১) আল্লামা আবদুর রহমান সিরাজ – মুফতীয়ে হানাফী।
(২) আল্লামা সাইয়িদ আহমদ দাহলান – মুফতীয়ে হানাফী।
(৩) আল্লামা শারকী – মুফতীয়ে মালেকী।
(৪) আল্লামা হাসান – মুফতীয়ে হাম্বলী।
(৫) আল্লামা আবদুর রহমান জামাল – মুফতীয়ে হানাফী।
(৬) আল্লামা হাসান তাইয়িব – মুফতীয়ে হানাফী।
(৭) আল্লামা শোলাইমান ঈসা – মুফতীয়ে হানাফী।
(৮) আল্লামা আবদুল কাদের শাওকীর – মুফতীয়ে হানাফী।
(৯) আল্লামা ইব্রাহীম আলফিতান – মুফতীয়ে হানাফী।

www.sunnibarta.com

(১০) আল্লামা মুহাম্মাদ জারুল্লাহ্ – মুফতীয়ে হানাফী।
(১১) আল্লামা আহ্মদ দাগাস্তানী – মুফতীয়ে হানাফী।
(১২) আল্লামা আবদুল কাদের শামস্ – মুফতীয়ে হানাফী।
(১৩) আল্লামা আবদুর রহমান আফেন্দী – মুফতীয়ে হানাফী।
(১৪) আল্লামা আহ্মদ আবুল খায়ের – মুফতীয়ে হানাফী।
(১৫) আল্লামা আবদুল কাদের সন্জী – মুফতীয়ে হানাফী।
(১৬) আল্লামা মুহাম্মাদ সাইদ – মুফতীয়ে হানাফী।
(১৭) আল্লামা আবদুল মুত্তালিব – মুফতীয়ে হানাফী।
(১৮) আল্লামা কামাল আহ্মদ – মুফতীয়ে হানাফী।
(১৯) আল্লামা আল আবীদ মুহাঃ সাইফ – মুফতীয়ে হানাফী।
(২০) আল্লামা আলী জাওদা – মুফতীয়ে হানাফী।
(২১) আল্লামা সাইদ আবদুল্লাহ্ কাওশাক – মুফতীয়ে হানাফী।
(২২) আল্লামা হাসান আরব – মুফতীয়ে হানাফী।
(২৩) আল্লামা ইব্রাহীম নাওমুসা – মুফতীয়ে হানাফী।
(২৪) আল্লামা আহ্মদ আমীন – মুফতীয়ে হানাফী।
(২৫) আল্লামা শাইখ ফিরদাউস্ – মুফতীয়ে হানাফী।
(২৬) আল্লামা আবদুর রহমান আজমী – মুফতীয়ে হানাফী।
(২৭) আল্লামা আবদুল্লাহ্ উমাশী – মুফতীয়ে হানাফী।
(২৮) আল্লামা মুহাম্মাদ বারসিল – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(২৯) আল্লামা আবদুল্লাহ্ মাশ্শাত – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(৩০) আল্লামা মুহাম্মাদ সুয়ুতী – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(৩১) আল্লামা আলী রাহাতী – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(৩২) আল্লামা মুহাম্মাদ ছালেহ্ জিওয়ারী – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(৩৩) আল্লামা আবদুল্লাহ্ জিওয়ারী – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(৩৪) আল্লামা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ্ – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(৩৫) আল্লামা আহ্মদ আন্নারাবী – মুফতীয়ে শাফেয়ী।

www.sunnibarta.com

(৩৬) আল্লামা সুলাইমান উক্‌বাহ্ – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(৩৭) আল্লামা সাইদ ওমর নবভী – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(৩৮) আল্লামা আবদুল হামীদ দাগাস্তানী – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(৩৯) আল্লামা মুস্তাফা আকীকী – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(৪০) আল্লামা মন্‌সুর – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(৪১) আল্লামা মান্‌শাবী – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(৪২) আল্লামা মুহাম্মাদ রাজী – মুফতীয়ে হানাফী।

(সূত্র ঃ মিলাদ শরীফ ঃ ফতোয়ায়ে মক্কাতুল মোকাররমা- ৭৫ পৃঃ)।

দস্তখতকারী মদিনা শরীফের মুফতীগণের নাম ঃ

অনুরূপভাবে মদিনা শরীফের মুফতীগণের কাছেও মিলাদ ও কিয়ামের ফতুয়া জান্‌তে চেয়েছিলেন, সেখানকার (মদিনার) সম্মানিত মুফতীগণও অনুরূপ ফতুয়ায় দস্তখত করেছেন। তাঁদের কতিপয় নাম।

(১) আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন – মুফতীয়ে হানাফী।
(২) আল্লামা জাফর হুসাইন বারজী – মুফতীয়ে শাফেয়ী।
(৩) আল্লামা আবদুল জাববার – মুফতীয়ে হাম্বলী।
(৪) আল্লামা মুফতী সাইয়িদ জালালুদ্দীন।
(৫) আল্লামা মুফতী ইব্রাহীম বিন জিয়ার।
(৬) আল্লামা মুফতী সাইয়িদ ইউসুফ।
(৭) আল্লামা মুফতী সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী।
(৮) আল্লামা মুফতী আবদুল্লাহ্ বিন সাইদ আহাম্মাদ।
(৯) আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ বিন আহাম্মাদ রেফায়ী।
(১০) আল্লামা মুফতী উমর ইবনে আলী।
(১১) আল্লামা মুফতী আলী হারীরী।
(১২) আল্লামা মুফতী সাইদ মুস্তফা।
(১৩) আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ সিরাজ আহমাদ।
(১৪) আল্লামা মুফতী হাসান আদীব।

www.sunnibarta.com

(১৫) আল্লামা মুফতী আবুল বারাকাত।
(১৬) আল্লামা মুফতী আঃ কাদের মাশ্‌শাত।
(১৭) আল্লামা মুফতী সাইয়িদ সালেম।
(১৮) আল্লামা মুফতী আহমাদ হাবাশী।
(১৯) আল্লামা মুফতী নুর মুহাম্মাদ নুর সুলাইমানী।
(২০) আল্লামা মুফতী আবদুর রহীম আল্ কারজী।
(২১) আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ ওসমান কুর্দী।
(২২) আল্লামা মুফতী কাসীম।
(২৩) আল্লামা মুফতী আবদুল আজীজ হাশেমী।
(২৪) আল্লামা মুফতী ইউসুফ রূমী।
(২৫) আল্লামা মুফতী মুহসীন।
(২৬) আল্লামা মুফতী মুবারাক বিন সাইদ।
(২৭) আল্লামা মুফতী হামেদ।
(২৮) আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ হাশিম বিন হুসাইন।
(২৯) আল্লামা মুফতী আবদুল্লাহ্ বিন আলী।
(৩০) আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান আছ-ছাফারী।

(সূত্র ঃ মিলাদ শরীফ ঃ ফতোয়ায়ে মদিনাতুল মোনাওয়ারাহ্- ৭৩ পৃঃ)।